455

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUN 19 1999 ...
পৃঃ ৭ কলাম ৫...

একতরফা ভোট গণনা ॥ ৯৩৩টি ভোট বাতিল

ঢা· বি· সিনেট নির্বাচন একদলীয় প্রহসনের নির্বাচনে পরিণত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন শেষ পর্যন্ত একদলীয় প্রহসনের নির্বাচনে পরিণত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী প্যানেলের বর্জনের মুখে এলোমেলো বিশৃংখল পরিবেশে সরকার সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীদের তত্ত্বাবধানে রাতভর একতরফা ভোট গণনার পর সরকার সমর্থক প্রার্থীদেরকেই নির্বাচনে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের ২৫টি পদের সবগুলোতে আওয়ামী লীগ সমর্থক গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের প্রার্থীদের জয়ী করা হয়। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে একটানা প্রায় ২৪ ঘন্টা ভোট গণনা

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢা. বি. সিনেট নির্বাচন একদলীয় প্রহসনের নির্বাচনে পরিণত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শেষে গতকাল (শুক্রবার) সকাল ৮টায় প্রিজাইডিং অফিসার প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শাহাদাত আলী নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন। বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ নির্বাচনে ভোট গণনায় প্রশাসনের ব্যাপক কারচুপি, অনিয়ম, দলীয়করণ ও পোলিং এজেন্টদের উপর হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাতেই নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। তারা নির্বাচন বর্জন করে টিএসসি'র ভোট গণনা কেন্দ্র ছেড়ে গেলে কার্যত সেখানে হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ উৎসবমুখর পরিবেশের পরিবর্তে সেখানে দলীয় পরিবেশ বিরাজ করে। একতরফা ভোট গণনার পরও সরকার সমর্থক প্রার্থীদের সাথে বিরোধী শিবিরের সমর্থক প্রার্থীদের ভোটের ব্যবধান ছিল কম। ৯৩৩টি ভোট বাতিলের পরও জাতীয়তাবাদী প্যানেলের প্রার্থী সর্বনিম্ন ১৩৯ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়। নির্বাচনে ঢাকাসহ সারাদেশে মোট ২০ হাজার ১টি ভোট পড়ে।

নির্বাচনে বিজয়ী গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের ২৫ জন প্রার্থী হলেন ঃ এ এফ এম মেসবাহ উদ্দীন (সর্বোচ্চ ১০,৫৭০ ভোট প্রাপ্ত), এ কে এম শামসুজ্জামান খান (১০,৪৭৮ ভোট), লায়লা নার্গিস (১০,৪৩২) আবদুল মান্নান চৌধুরী (১০,৩০৯), ম. আখতারুজ্জামান (১০,১৭৯), আবুল কালাম আজাদ (১০,০৯৫), এ এম ইসমত কাদির গামা (১০,০৫২), মাহফুজা খানম (১০,০৩০), বেগম খালেদা হাবিব (৯,৯৭৬), কাজী ফারুক আহমদ (৯,৯২৬), মোঃ অহিদুজ্জামান (৯,৮৭৮) মোঃ হারুন-অর রশিদ (৯,৮৪০) রামেন্দু কৃষ্ণ মজুমদার (৯,৭৭০), নীলুফার বেগম (৯,৭৬২), মোঃ গোলাম কুদ্দুছ (৯,৭৩১), সৈয়দ আহমদ (৯,৬৩৬), মোঃ হাবিবুর রহমান খান (৯,৬০৯), সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী (৯,৫৩৬) রংগলাল সেন (৯,৫৩২), মোঃ আবদুস সালাম তালুকদার (৯,৪৯১), এস এম বাহালুল মজনুন (৯,৪৮৬), মোঃ আনোয়ার হোসেন (৯,৪৭৬), সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইন (৯৪৬৮), মোঃ আফজাল হোসেন (৯৪৬২) ও মোঃ শামসুল হক ভুঁইয়া (৯,২৭৩)।

জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের প্রার্থীরা নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। প্রগতি পরিষদের প্রার্থীরা মাত্র আড়াইশ' ভোট করে পেয়েছেন। জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের প্রার্থী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীরা হলেন ঃ মইনুল হোসেন (সর্বোচ্চ ৯,১৩৭ ভোট প্রাপ্ত), গিয়াস উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (৮,৬৩৯ ভোট) একেএম রফিকুন্নবী (৮,৪০৫), এবিএম ফজলুল করিম (৮,৪০২), আবুল কাশেম মোহাম্মদ মুজিবুল হায়দার চৌধুরী (৮,১৬৫), আশেক আহমদ জেবাল (৭,৬১০), চৌধুরী মাহমুদ হাসান (৭,৮০৯), ফখরুল ইসলাম চৌধুরী (৭,৪৪১), জসীম উদ্দিন আহমদ (৭,৮৯১), এম শরীফুল ইসলাম (৭,৮৬৭), মাহবুব উল্লাহ (৭,৮৯৪), মাসুদা এম রশিদ চৌধুরী (৭,৮২১), মোঃ আব্দুল হাদী (৭,৭৪০), মোঃ আবুল বাশার (৭,৮৮৬), মোঃ আবুল কাশেম (৭,৪১৮), মোঃ আকবর আলী (৭,৩২২), মোঃ আমিনুর রহমান মজুমদার (৭,৫৪৫), মোঃ আশরাফুল হক (৭,২৯২), মোঃ খলিলুর রহমান (৭,৮২৩), মোঃ নূরুল ইসলাম (৭,৬৭২), মোঃ নুরুল ইসলাম (৭,২৮১), মুহাম্মদ লোকমান (৭,২৫৩), নূর আলম কামরুল আহসান (৭,২৬৬), শিরীন সুলতানা (৮,০৮৯) ও তৈমুর আলম খন্দকার (৭,৫৬৮)। গতকাল সকালে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের আহবায়ক এডভোকেট সৈয়দ আহমদ একে বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিজয় বলে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' শ্লোগান দেয়। এরপর ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী বলেন, হুমকি চাপ মোকাবিলা করে তারা নির্বাচন পরিচালনা করেছেন। পরে ভিসি উপস্থিত আওয়ামী লীগ সমর্থন প্যানেলের নেতা-কর্মীদের সাথে কোলাকুলি ও বিজয়ের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে ভাইস চ্যান্সেলর সাংবাদিকদের বলেন, সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ভোট গণনার শেষ পর্যায়ে যখন টেবুলেশন চলছিল তখন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। তারা অনিয়মের অভিযোগ করে। তখন সমস্যা সমাধান ও পরিস্থিতি শান্ত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তবু তারা থাকেননি। তবে কোন লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করে ভিসি বলেন, ব্যক্তি এ নির্বাচনে অংশ নেয়, কোন পরিষদ অভিযোগ জানাতে পারে না। তিনি সকলকে নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়ার আহবান জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর শাহাদত আলী বলেন, তিনি নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষভার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। ভোট গণনার শেষ পর্যায়ে দুইজন মেয়ে তার টেবিলে থাপ্পড় মেরে মাইক ভেঙ্গে ফেলে। তিনি বলেন, কেউ নির্বাচনের ফলাফল না মানলে পুনরায় ভোট গণনা হতে পারে। নিরপেক্ষ লোক দিয়ে সেটা করানো যেতে পারে।